

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা

বিষয়: চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের পূর্ণগঠিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি মো: আব্দুল গফুর
যুগ্মসচিব
সভার তারিখ ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩।
সভার সময় ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি সংযুক্ত।

০১.	প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প
০২.	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
০৩.	প্রকল্প এলাকা	:	চট্টগ্রাম
০৪.	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	ক) মোট: ৪৪৮৬৪.৬০ লক্ষ টাকা
		:	খ) জিওবি: ৪৪৮৬৪.৬০ লক্ষ টাকা
০৫.	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। জনাব দীপক কুমার বিশ্বাস, উপ-সচিব (পরিকল্পনা), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। জনাব মোঃ বাকী উল্লাহ, নিবাহী প্রকৌশল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩। জনাব নিয়াজ মোর্শেদ, দ্বিতীয় সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৪। জনাব এ.কে.এম শামসুজ্জামান, যুগ্মকর কমিশনার, কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।
০৫। জনাব এম.এস.এম আরিফুর রহমান, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে এ বিভাগের উপ-সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয় সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

সভাপতি মহোদয় জানান যে, রাজস্ব আহরণ ব্যতীত কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে কর জিডিপি'র অনুপাত বৃদ্ধি করে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত দেশ গড়তে রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগপোযোগী করার প্রয়াস নিতে হবে এবং এরই ধারাবাহিতায় বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে কর ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণের উন্নত ও আধুনিক এবং মনোরম পরিবেশে কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্ব আহরণে ধনাত্মক (পজিটিভ) প্রভাবের সৃষ্টি হবে। একই ভবনে বিভাগীয় অফিসসহ অন্যান্য রেঞ্জ অফিস বিদ্যমান থাকলে করদাতা ও তাদের প্রতিনিধি নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাজস্ব প্রদানে উৎসাহিত হবে এবং রাজস্ব আহরণ কাজিত পর্যায়ে উন্নীত হবে। উক্ত প্রকল্প সম্পন্ন হলে আয়কর বিভাগের ৮৮টি অফিস একত্রে অবস্থান করবে, যার ফলে রাজস্ব আহরণ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সচিব, জনাব জনাব নিয়াজ মোর্শেদ সভাকে জানান যে, আধুনিক ও যুগপোযোগী বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে অনুমোদন করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

জনাব দীপক কুমার বিশ্বাস সভাকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ প্রকল্পের পূর্ণগঠিত ডিপিপি যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনায় ডিপিপি'র ২নং পৃষ্ঠায় ৬.২০ অনুচ্ছেদের অর্থবছর ২০২৩-২৪ এর বরাদ্দ ১০৩০২.৯১ লক্ষ টাকা যৌক্তিক নয়, কারণ প্রথম বছরে এই বরাদ্দ খরচ করা সম্ভব নয়, এতে প্রকল্পের অগ্রগতি হ্রাস পেতে পারে। ডিপিপি'র ৫নং পৃষ্ঠায় ১৩.০১ এর ডান পার্শ্বের অংশে “ভবন নির্মাণের তিন বছরে পরে” এর স্থলে “প্রকল্প সমাপ্তির তিন বছর পর” বাক্যটি সংযুক্ত প্রয়োজন। ডিপিপি'র ১১নং পৃষ্ঠার ১৫.৪ নং অনুচ্ছেদের শেষ প্যারার প্রথমে “প্রস্তাবিত ২৩ তলা” এর পরিবর্তে “৩টি বেজমেন্টসহ প্রস্তাবিত ২৩ তলা” শব্দগুলি সমীচীন। ডিপিপি'র ১২ নং পৃষ্ঠার ১৭.৩ এর প্রথম লাইনের শেষে (IRR) শব্দটি সংযুক্ত করা আবশ্যিক।

তিনি আরো জানান যে, ডিপিপি'র ১৭ নং পৃষ্ঠার ৩২.২ এ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি এবং ৩২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ১২ জুন, ২০২২ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী পূর্ণগঠন করা হয়নি। ডিপিপি'র ১৯নং পৃষ্ঠায় ব্যয় বিভাজনে এবং ৩নং পৃষ্ঠায় ব্যয় বিভাজনের মধ্যে.... পার্থক্য রয়েছে, তা সুনিষ্ঠিভাবে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন। ডিপিপি'র ২১ নং পৃষ্ঠায় লেখা অস্পষ্ট যা পড়া সম্ভব নয়। ডিপিপি'র ২৬ নং পৃষ্ঠায় মাটি পরীক্ষা ও ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং খাতে ৪০ লক্ষ টাকা এবং ডিজিটাল সার্ভে খাতে ৫ লক্ষ টাকা তা যৌক্তিকভাবে কমিয়ে পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নিবাহী প্রকৌশল, জনাব মোঃ বাকী উল্লাহ সভা জানান যে, অর্থবছর ২০২৩-২৪ এর বরাদ্দ ১০৩০২.৯১ লক্ষ টাকা থেকে যৌক্তিক কমিয়ে অন্যান্য খাতগুলোতে ব্যয় বৃদ্ধি করে পূর্ণগঠিত ডিপিপি' দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সভাপতি মহোদয় জানান যে, ডিপিপি'র প্রথম বছরের বরাদ্দ পরিবর্তনের ফলে যে সকল স্থানে প্রভাব পড়বে তা অবশ্যই সংশোধন করা প্রয়োজন। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ১ম অধ্যায়ের মৌলিক তথ্যের মধ্যে প্রকল্প ব্যয় ৪৭২৩৪.৬৭ লক্ষ টাকা এবং মাটি পরীক্ষা বাবদ ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা কিন্তু ডিপিপিতে মাটি পরীক্ষা বাবদ ধার্য করা হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা (পৃ:৪২) যা পরিবর্তন আবশ্যিক। প্রকল্পের পূর্ণগঠিত ডিপিপি ১৫ দিনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সচিব, জনাব জনাব নিয়াজ মোর্শেদ সভাকে জানান যে, ডিপিপি'র ব্যয় বিভাজন ও পিএসসি কমিটি এবং অন্যান্য কার্যক্রমসহ পূর্ণগঠিত ডিপিপি দ্রুত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ প্রকল্পের পূর্ণগঠিত ডিপিপি যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

০১। ডিপিপি'র ২নং পৃষ্ঠায় ৬.২০ অনুচ্ছেদের অর্থবছর ২০২৩-২৪ এর বরাদ্দ ১০৩০২.৯১ লক্ষ টাকা থেকে যৌক্তিকভাবে কমিয়ে ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকায় পূর্ণনির্ধারণ করতে হবে।

০২। ডিপিপি'র ৫নং পৃষ্ঠায় ১৩.০১ এর ডান পার্শ্বের অংশে “ভবন নির্মাণের তিন বছরে পরে” এর স্থলে “প্রকল্প সমাপ্তির তিন বছর পর” বাক্যটি সংযুক্ত করতে হবে।

০৩। ডিপিপি'র ১১নং পৃষ্ঠার ১৫.৪ নং অনুচ্ছেদের শেষ প্যারার প্রথমে “প্রস্তাবিত ২৩ তলা” এর পরিবর্তে “৩টি বেজমেন্টসহ প্রস্তাবিত ২৩ তলা” শব্দগুলি স্থলাভিষিক্ত করতে হবে।

- ০৪। ডিপিপি'র ১২ নং পৃষ্ঠার ১৭.৩ এর প্রথম লাইনের শেষে (IRR) শব্দটি সংযুক্ত করতে হবে।
- ০৫। ডিপিপি'র ১৭ নং পৃষ্ঠার ৩২.২ এ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি এবং ৩২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ১২ জুন, ২০২২ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী পূর্ণগঠন করতে হবে।
- ০৬। ডিপিপি'র ১৯নং পৃষ্ঠায় ব্যয় বিভাজনে এবং ৩নং পৃষ্ঠায় ব্যয় বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তা ঠিক করতে হবে।
- ০৭। ডিপিপি'র ২১ নং পৃষ্ঠায় লেখা পরিষ্কার ও পড়ার উপযোগী করতে হবে।
- ০৮। প্রথম বছরের বরাদ্দ পরিবর্তনের ফলে যে সকল স্থানে প্রভাব পড়বে তা অবশ্যই সংশোধন করতে হবে।
- ০৯। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ১ম অধ্যায়ের মৌলিক তথ্যের মধ্যে প্রকল্প ব্যয় ৪৭২৩৪.৬৭ লক্ষ টাকা ঠিক করতে হবে।
- ১০। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে মাটি পরীক্ষা বাবদ ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা কিন্তু ডিপিপিতে ৪০ লক্ষ টাকা যথাযথভাবে সংশোধন করতে হবে (পৃ:৪২)।
- ১১। সম্ভাব্যতা যাচাই এর ৩৬ নং পৃষ্ঠার ৬.১.৪ এর শর্ত এবং ৬৩ নং পৃষ্ঠার ৬.২.৪ এর অনুমান একই হতে হবে।

উপরে উল্লিখিত ক্রটি সমূহ সংশোধনপূর্বক আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ণগঠিত ডিপিপি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মো: আব্দুল গফুর
যুগ্মসচিব

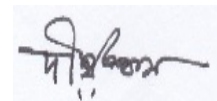
স্মারক নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০৩৯.০৬.০০১.২৩.৪২

তারিখ: ১৮ মাঘ ১৪২৯

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা;
- ২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;
- ৩) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা;
- ৪) দ্বিতীয় সচিব, কর আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মতামত (কর-২৩) শাখা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা;
- ৫) যুগ্ম কর কমিশনা, কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।
- ৬) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;
- ৭) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।



দীপক কুমার বিশ্বাস
উপ-সচিব